এক নজরে

হামলার প্রতিবাদ ব্যবসায়ীদের

সোনারপুরের একটি গয়নার দোকানে লুট ও দোকানমালিকের উপরে হামলার ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় আন্দোলনে নামলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। সোমবার সোনারপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। থানায় স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। গত ১৩ অক্টোবর সোনারপুরের বারেন্দ্রপাড়ায় একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। দু’টি বাইকে চেপে দুষ্কৃতীরা এসে মালিক সজল বারুইয়ের উপরে চড়াও হয়। বন্দুক দেখিয়ে টাকা-গয়না লুট করে তারা। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

দু’টি দুর্ঘটনা

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটার ধাক্কা মারল একটি ট্যাক্সিতে। জখম হলেন স্কুটারের দুই আরোহী। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে প্রগতি ময়দান থানা এলাকার ইএম বাইপাসে ধাপার কাছে। আহত দুই আরোহীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁরা নদিয়ার কল্যাণীর বাসিন্দা। স্কুটার এবং ট্যাক্সিটি আটক করেছে পুলিশ। এ দিনই প্রগতি ময়দান থানা এলাকার মা উড়ালপুলে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় জখম হন এক বাইকচালক। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পরেই পালায় গাড়িটি।

বাইক উল্টে জখম

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইক উল্টে যাওয়ায় জখম হলেন দুই আরোহী। সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে কড়েয়া থানা এলাকার পার্ক সার্কাসে চার নম্বর সেতুর কাছে। আহতেরা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার

শোয়ার ঘর থেকে উদ্ধার হল এক প্রৌঢ়ের পচাগলা দেহ। সোমবার, ভাটপাড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর আতপুর এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ বিশ্বাস (৫৪)। তিনি একাই থাকতেন। রবিবার সন্ধ্যা থেকে পড়শিরা ওই প্রৌঢ়ের বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন। সোমবার সেই দুর্গন্ধ তীব্র হওয়ায় তাঁরা জগদ্দল থানায় খবর দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই প্রৌঢ় একাধিক অসুখে ভুগছিলেন। শেষ তিন-চার দিন স্থানীয়েরা তাঁকে বাড়ির বাইরে দেখতে পাননি। মৃতের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি।

জখম ছয়

স্কুটার ও মোটরবাইকের মধ্যে সংঘর্ষে ছ’জন জখম হলেন। সোমবার সকালে ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার ডায়মন্ড হারবার রোডে এস বি পার্কের কাছে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

উড়ানে ভোজ

মাঝ আকাশে পাতে পড়ছে নারকেল দেওয়া ছোলার ডাল, সঙ্গে কড়াইশুঁটির কচুরি। বেলা বাড়লে মোচার কাটলেট অথবা ফিশ কবিরাজি। দুপুরে চিংড়ির মালাইকারি, কষা মাংস। নিরামিষ পাতে ধোকার ডালনা। সান্ধ্য উড়ানে এগ-চিকেন রোল। পুজোর সময়ে তাদের উড়ানে এমনই বাঙালি ভোজনের সুযোগ এনে দিচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া। সোমবার ওই বিমান সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শারদোৎসবের মেজাজ ধরে রাখতে যাত্রীদের জন্য বোঁদে-দরবেশ বা আমের চাটনির মতো শেষ পাতের রসনাতেও খামতি রাখছে না তারা। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে কলকাতা থেকে সওয়ার হলেই নিখরচায় মিলবে এমনই তৃপ্তির আহার। এই উদ্যোগ অবশ্য নতুন নয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ওনাম-এর সময়ে কোচি কিংবা তিরুঅনন্তপুরম থেকে যাত্রা করা উড়ানেও মালয়ালি থালা সাজিয়ে দিয়েছিল তারা।

বাইক-সহ ধৃত

চোরাই মোটরবাইক-সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার তাদের ধরা হয় জীবনতলা থানার পয়না এলাকা থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আনসার মোল্লা, আলিনুর মোল্লা। দু’জনেই জীবনতলা থানার মল্লিকাটির পয়না এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বেশ কিছু দিন ধরে পুলিশের কাছে বাইক চুরির অভিযোগ আসছিল। চক্রের অন্য সদস্যদের খোঁজ করছে পুলিশ।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি কত বার, নির্দিষ্ট করল স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন অনিয়ম সামনে আসে। সেই মতো কড়া পদক্ষেপ করে স্বাস্থ্য দফতর। এ বার ওই প্রকল্পে হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় কত বার অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করা যাবে, সেই সম্পর্কেও একটি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হল। এর পাশাপাশি, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের পোর্টালে যে সব শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট এবং চিকিৎসার নথি আপলোড করা হচ্ছে, তাতে চিকিৎসকের সই কী ভাবে থাকতে হবে, তা-ও নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফির খরচ মেলে না। ওই প্রকল্পে শুধু অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির খরচ পাওয়া যায়। কিন্তু রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফির জন্য ১০ হাজার এবং অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির জন্য ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তাদের পর্যবেক্ষণ, অনেক সময়েই দেখা যাচ্ছে, বুকে ব্যথা নিয়ে আসা কোনও রোগীর একাধিক বার অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করা হয়েছে বলে বিলে উল্লেখ থাকছে। যদিও এক বার করার পরে সচরাচর দ্বিতীয় বার ওই পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এই জায়গাতেই গোলমাল থেকে যাচ্ছে বলে মত স্বাস্থ্যকর্তাদের। এক কর্তার কথায়, “বার বার অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করা হয়েছে দেখেও কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ, ওই রোগীর সত্যিই বুকে ব্যথা হয়েছিল কি না, সেটা ধরার তো কোনও উপায় নেই। তাই একটা নির্দিষ্ট নিয়ম করা হয়েছে।”

সূত্রের খবর, স্বাস্থ্যসাথীর বিল পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, ১০০ জনের অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি হলে ৪০ শতাংশের অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু বাকি ৬০ শতাংশের মধ্যে একটা বড় অংশের বার বার অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করা হচ্ছে। এ বার সেই জায়গাটি আটকাতেই নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, এক বার অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করার পরে সংশ্লিষ্ট রোগীর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক না হলে অন্তত পরবর্তী ছ’মাস বা এক বছরের মধ্যে আর স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ওই পরীক্ষা করা যাবে না। যদি একান্ত করতেই হয়, তা হলে কার্ডিয়োলজিতে ডিএম বা ডিএনবি যোগ্যতা রয়েছে, এমন চিকিৎসকদের সুপারিশ থাকতে হবে।

এর সঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের আরও পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্যসাথী পোর্টালে যে সব চিকিৎসা-নথি কিংবা পরীক্ষার রিপোর্ট হাসপাতালগুলি আপলোড করছে, তার অনেকাংশেই নিয়ম মেনে সই থাকছে না চিকিৎসকের। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, একটি কোনও অক্ষর বা প্যাঁচানো কিছু একটা লিখে ছেড়ে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক। এতে ওই বিলের বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্তাদের প্রশ্ন থাকলেও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে চিহ্নিত করতে সমস্যা হচ্ছে। তাই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের (এনএমসি) নিয়ম মেনে চিকিৎসকদের পুরো নাম লিখে সই করতে বলা হয়েছে।

■ রঙিন: পুজো উপলক্ষে সেজে উঠছে দেওয়ালও। বিমানবন্দরমুখী উড়ালপুলে। ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক

দু’বছর পরেও শহরের হোম স্টে-র তালিকা নেই পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে!

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভ্রমণ, চিকিৎসা বা অন্য নানা প্রয়োজনে দূর-দূরান্ত থেকে কলকাতায় প্রায়ই যাতায়াত করেন বহু মানুষ। আসেন বিদেশিরাও। পর্যটকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে রাজ্য পর্যটন দফতর প্রতিটি জেলায় হোম স্টে গড়ার পরিকল্পনা করেছিল প্রায় বছর দুয়েক আগে। রাজ্যের রাজধানী কলকাতার ক্ষেত্রে এই হোম স্টে তৈরি করতে পর্যটন দফতরের সঙ্গে কলকাতা পুরসভা যৌথ ভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। নিয়মমতো রাজ্যের ২৩টি জেলার হোম স্টে-র ঠিকানা-সহ বিস্তারিত তালিকা রাজ্য পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইট খুললে দেখা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ২৩টি জেলার মধ্যে কলকাতা ও উত্তর দিনাজপুরের কোনও হোম স্টে-র তালিকাই দেওয়া হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, শহরের বুকে হোম স্টে গড়ে তুলতে নাগরিকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করার জন্য কলকাতা পুরসভার তরফে তেমন প্রচার কি চালানো হয়নি?

শহরে প্রচুর হোটেল, অতিথিশালা থাকলেও অনেকে বাড়ির পরিবেশ পেতে চান। সেই রকম পরিবেশে অতিথিরা যাতে থাকা-খাওয়ার সুবিধা পান, তার জন্যই সরকার হোম স্টে গড়তে উদ্যোগী হয়েছিল। রাজ্য সরকার আগেই ‘হোম স্টে টুরিজ়ম পলিসি ২০২১’ তৈরি করেছে। রাজ্যের পর্যটনের প্রসারে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী বছর দুয়েক আগে সব জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে হোম স্টে-র সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শহরে কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে নাগরিকদের মধ্যে হোম স্টে গড়ার আগ্রহ বাড়াতে বছর দেড়েক আগে পুরসভার অধিবেশন কক্ষে ১৪৪ জন পুরপ্রতিনিধির প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হোম স্টে তৈরি করতে পুরসভা ও পর্যটন দফতরের আধিকারিকেরা দফায় দফায় বৈঠকও করেছিলেন। পুরসভা সূত্রের খবর, মেয়র ফিরহাদ হাকিম শহরে হোম স্টে তৈরি নিয়ে অতীতে একাধিক বার বৈঠক করেছেন। এমনকি, হোম স্টে তৈরিতে পর্যটন দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার জন্য পুরসভায় নতুন পদও তৈরি করা হয়েছে। পুরসভার এক পদস্থ অফিসারকে সেই নোডাল অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তা সত্ত্বেও দু’বছর পরে এখনও পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে হোম স্টে-র তালিকা প্রকাশিত না হওয়ায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিরোধী পুরপ্রতিনিধিদের অভিযোগ, কোনও প্রকল্প চালু হওয়ার আগে পুরসভা প্রচুর ঢাকঢোল পেটালেও তা যে বাস্তবায়িত হয় না, এই তালিকা না থাকা তারই একটা বড় উদাহরণ।

যদিও পুরসভার এক শীর্ষ কর্তা সোমবার বলেন, “শহরে হোম স্টে তৈরি করার জন্য ১৩টি আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু পর্যটন দফতরের তরফে দেওয়া নিয়ম-নীতির সঙ্গে না মেলায় ছ’টি আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে। এ পর্যন্ত শহরে সাতটি হোম স্টে গড়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ওই সাতটি হোম স্টে-র তালিকা শীঘ্রই পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।” ওই কর্তার দাবি, “যে কেউ হোম স্টে-র ছাড়পত্র পাবেন না। পর্যটন দফতরের হোম স্টে নীতির সঙ্গে মিললে তবেই অনুমোদন মিলবে।”

অশান্তির জেরেই স্ত্রীকে খুন করে ‘আত্মঘাতী’, অনুমান পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা

শাশুড়ি বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বাড়ির পাশে ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করছিল অভিযুক্ত। ওই প্রৌঢ়া বেরিয়ে যেতেই বাড়িতে ঢুকে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে নিজে বিষ খায় সে। রবিবার রাতে হরিদেবপুর থানা এলাকার সোদপুরের রামকৃষ্ণনগরে এক তরুণীকে কুপিয়ে খুন করার ঘটনার তদন্তে নেমে প্রাথমিক ভাবে এমনই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় মৃতেরা হলেন কৃষ্ণা দে এবং তাঁর স্বামী শুভেন্দু দাস।

প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, বছরখানেক আগে কৃষ্ণা এবং শুভেন্দুর রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল। কৃষ্ণা ছিলেন কলেজের ছাত্রী। অন্য দিকে, টালিগঞ্জ-বেহালা চৌরাস্তা রুটে অটো চালাত শুভেন্দু। এ নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল কৃষ্ণার পরিবারের। পুলিশ জানিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে শুভেন্দু ও কৃষ্ণার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছিল। তখন থেকেই মেয়েকে নিজেদের কাছে এনে রেখেছিলেন কৃষ্ণার মা-বাবা। তা নিয়ে প্রায়ই কৃষ্ণা ও শুভেন্দুর মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। তদন্তকারীদের অনুমান, তার জেরেই স্ত্রীকে খুন করে অভিযুক্ত। পুলিশের আরও ধারণা, রবিবার রাতে খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল সে।

পুলিশ তদন্তে জেনেছে, শাশুড়ির না থাকার সুযোগে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কৃষ্ণাকে ছুরির এলোপাথাড়ি কোপ মারে শুভেন্দু। এর পরে নিজে বিষ খায়। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে বাড়ির বাইরে পড়ে থাকতে দেখেন শুভেন্দুকে। তখন ঘরের ভিতরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন কৃষ্ণা।

কমিশন ও সার্জ ছাড়াই চলার সঙ্কল্প সরকারি অ্যাপ ‘যাত্রী সাথী’র

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুজোর মরসুমে অন্যান্য বেসরকারি অ্যাপ-ক্যাবের তুলনায় কম খরচে যাত্রীদের পরিষেবা দিতে সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে পথ চলা শুরু করল সরকারি অ্যাপ ‘যাত্রী সাথী’। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাট থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ওই অ্যাপের উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থান ছাড়াও হাজরা মোড়, হাওড়া স্টেশন এবং কলকাতা বিমানবন্দরে একযোগে ওই অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এ দিন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, “যাত্রী এবং চালকদের সুবিধার্থে প্রথম এমন সরকারি অ্যাপ চালু হচ্ছে। এখানে কমিশন এবং সার্জ না থাকার ফলে সকলেই লাভবান হবেন।”

পরিবহণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি দফতর সূত্রের খবর, নতুন অ্যাপে স্বচ্ছতার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলি অত্যধিক চাহিদার সময়ে ভাড়া নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বরাবরই এক ধরনের ধোঁয়াশা রেখে চলে বলে অভিযোগ। নতুন অ্যাপে এ সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রেখে চলা হচ্ছে। পাশাপাশি, অ্যাপে যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অ্যাপের ড্যাশবোর্ড সরাসরি পুলিশের দেখার সুযোগ থাকায় যে কোনও ধরনের নিরাপত্তাজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে সরাসরি সাহায্য পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বেসরকারি ক্যাব সংস্থাগুলি চাহিদা কম থাকলে নানা ছুতোয় চালকদের আইডি ব্লক করে তাঁদের যাত্রী ভাড়া পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বলেও অভিযোগ। নতুন অ্যাপে এই সমস্যা থাকবে না।

এ দিন ‘প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সি মেন্স ইউনিয়ন’-এর সভাপতি তথা রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মদন মিত্র হাওড়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নতুন অ্যাপ যাত্রীদের এবং চালকদের আর্থিক ভাবে লাভবান করবে বলে জানান তিনি। ইতিমধ্যেই ‘যাত্রী সাথী’ অ্যাপ গুগল প্লে স্টোর ছাড়াও অ্যাপল স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। দু’রকম প্ল্যাটফর্মের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। কমবেশি দু’হাজার ট্যাক্সি এবং অ্যাপ ক্যাব ওই অ্যাপে সব সময়ে থাকছে। দৈনিক প্রায় সাত হাজার ট্রিপ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করছে ওই অ্যাপ।

পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর, প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা ভাড়ায় লেনদেন হচ্ছে অ্যাপের মাধ্যমে। নতুন অ্যাপ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কলকাতার বাছাই করা পাঁচ শতাধিক পুজো মণ্ডপে ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার, ফ্লেক্স এবং হোর্ডিং দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে।

এ দিন নতুন অ্যাপ সম্পর্কে এআইটিইউসি-র ট্যাক্সি এবং অ্যাপ-ক্যাব চালক সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতা নওলকিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, “নতুন অ্যাপ চালকদের কাছে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে বলে আশা। স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারি অ্যাপ চালানো হলে যাত্রী-মহলে দ্রুত এর জনপ্রিয়তা বাড়বে।”

নতুন অ্যাপের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি সরকার নিজেই দেখাশোনা করুক বলে দাবি জানিয়েছেন সিটুর অ্যাপ-ক্যাব সংগঠনের নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। নতুন অ্যাপে বাইক ট্যাক্সিকে যুক্ত করার দাবি তুলেছেন এআইইউটিইউসি-র বাইক-ট্যাক্সি সংগঠনের সম্পাদক দেবু সাউ।

সিপিআরের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন সকলেরই, বলছেন চিকিৎসকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

মা উড়ালপুলের পথ-বিভাজিকার উপরে শোয়ানো তরুণীর নাড়ির গতি স্তব্ধ। শ্বাসও পড়ছে না। এমন দেখে আর দেরি করেননি দুর্ঘটনার জেরে যানজটে আটকে যাওয়া দুই ব্যক্তি। গাড়ি থেকে নেমে তাঁরাই সিপিআর দিতে শুরু করেন ওই তরুণীকে। প্রায় ১৫ মিনিট পরে নড়ে উঠেছিল তরুণীর আঙুল, ফের চলতে শুরু করে শ্বাসপ্রশ্বাস। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধলেও তৎক্ষণাৎ নিথর দেহে প্রাণ ফিরে এসেছিল ওই তরুণীর।

সোমবার ‘বিশ্ব হার্ট রিস্টার্ট ডে’-তে সেই ঘটনার স্মৃতিচারণায় বার বার ফিরে যাচ্ছিলেন মধ্য কলকাতার বাসিন্দা, বছর পঁয়ত্রিশের পর্শিয়া গোস্বামী। তাঁর কথায়, “সে দিন ওই দু’জন ডাক্তারবাবু মিলে যদি আমার স্তব্ধ হয়ে যাওয়া হার্ট পুনরায় চালু না করতেন, তা হলে হয়তো আর প্রাণ ফিরে আসত না। পড়ুয়া থেকে শুরু করে ট্র্যাফিক পুলিশ, সকলের সিপিআরের প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।” এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন হৃদ্‌রোগ চিকিৎসকেরাও। তাঁরা জানাচ্ছেন, বিদেশে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পেতে গেলে সিপিআর জানা বাধ্যতামূলক। এ দেশেও এমন নিয়ম কার্যকর হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন হৃদ্‌রোগ চিকিৎসক তথা কার্ডিয়োলজি সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি ধীমান কাহালি। তিনি বলেন, “সিপিআর দিয়ে অনেক সময়েই সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। শুধু রাস্তায় নয়, যে কোনও জায়গাতেই এটা কাজে লাগতে পারে। তাই সকলের এই পদ্ধতি জানা দরকার। আমাদের সংস্থার তরফেও বিভিন্ন স্কুলে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।”

চলতি বছরের ৬ মার্চ যে দুই চিকিৎসক পর্শিয়াকে বাঁচাতে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন অ্যাপোলো হাসপাতালের ফিটাল মেডিসিনের চিকিৎসক কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় এবং আমরি হাসপাতালের কার্ডিয়াক অ্যানাস্থেশিয়ার চিকিৎসক অশোক বর্মা। এ দিন কাঞ্চন বলেন, “সে দিন রাস্তার উপরে যেটা করেছি, তা যে কোনও সাধারণ মানুষও করতে পারেন। দরকার শুধু প্রশিক্ষণ এবং ঠিক সময়ে তা কাজে লাগানো।”

তিনি জানান, ওই দিন পর্শিয়াকে পরীক্ষা করেই বোঝা গিয়েছিল, স্কুটার থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে কোনও আঘাতজনিত কারণে তাঁর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে তা চালু করতে না পারলে বড় বিপদ ঘটে যাবে বুঝেই তিনি পর্শিয়াকে সিপিআর দিতে শুরু করেন। সেই সময়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে সহযোগিতা করেছিলেন অশোকও। পর্শিয়ার হাতের আঙুল নড়তেই দুই চিকিৎসকের মনে আশার আলো জ্বলে ওঠে। পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরে দেখা যায়, পর্শিয়ার মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধেছে। কয়েক মাসের ব্যবধানে দু’বার অস্ত্রোপচারের পরে এখন পুরো সুস্থ ওই তরুণী। তাঁর কথায়, “সিপিআরেই পুনর্জন্ম হয়েছিল আমার।”

আহত কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা

হুগলি সেতুতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার সময়ে মোটরবাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন এক কর্মী। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। আহত ওই কর্মীর নাম রিয়াজ শেখ। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায়। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত লেগেছে। চালক-সহ বাইকটি আটক করেছে হেস্টিংস থানার পুলিশ।

বিস্ফোরণে জখম দম্পতি, কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা

নিজস্ব সংবাদদাতা

সোনারপুর: বিস্ফোরণে জখম হলেন এক দম্পতি। সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানার গঙ্গাজোয়ারা সেতুর কাছে। আহতেরা হলেন সুজয় মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী টুকটুকি মণ্ডল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গঙ্গাজোয়ারা সেতুর কাছে একটি পরোটার দোকান চালান ওই দম্পতি। তাঁদের বাড়িও ওই এলাকায়। জানা গিয়েছে, প্রতিদিন রাত তিনটে নাগাদ দোকানে এসে পরের দিনের সকালের পরোটা বিক্রির প্রস্তুতি শুরু করে দেন তাঁরা। সোমবারও সেই সময়ে দোকানে এসে প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। তখনই হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় দোকানের সামনে। কাজ করতে করতে কিছুটা দূরে ছিটকে পড়েন সুজয়। টুকটুকিও জখম হন। দু’জনকেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কিন্তু কী থেকে বিস্ফোরণ ঘটল? স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দোকান লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে কয়েক জন দুষ্কৃতী। আবার কারও মতে, আগে থেকেই দোকানে বোমা মজুত ছিল। সেটাই ফেটে যায়। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, কী থেকে বিস্ফোরণ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই এলাকার ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, রাতের অন্ধকার থাকতেই দোকানের কাজ শুরু করে দিতেন ওই দম্পতি। যার ফলে অসুবিধা হচ্ছিল কিছু দুষ্কৃতীর। তার জেরেই দম্পতিকে বোমা মারা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় আনাজ ব্যবসায়ী সোমা নস্কর বলেন, “সুজয় ও টুকটুকি রাত আড়াইটে নাগাদ দোকানে চলে আসতেন। মাসখানেক আগে এখানেই একটি সোনার দোকানে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ওঁরা সেটা দেখে ফেলায় দুষ্কৃতীরা পালায়। সেই আক্রোশেই এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।”

হকারদের উপরে ‘জুলুমের’ প্রতিবাদে পথ অবরোধ বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুজোর মুখে রেলরক্ষী বাহিনীকে দিয়ে হকারদের উপরে জুলুমবাজি, লাঠি চালানো এবং প্রায় ৫০ হাজার টাকার জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার অভিযোগ তুলে সোমবার দুপুরে হাওড়ার ডিআরএম অফিসের নীচে রাস্তা অবরোধ করে রেলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল ১২টি বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন। ওই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে হাওড়া স্টেশন চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‌্যাফের পাশাপাশি রেলরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদেরও মোতায়েন করা হয়। পরে রেল ও আরপিএফ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়ায় অবরোধ উঠে যায়।

গত কয়েক মাস ধরে হকারদের স্টেশন থেকে উচ্ছেদ করা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে রেলের গোলমাল চলছে। হকারদের অভিযোগ, যাঁরা ৩০-৪০ বছর ধরে স্টেশনে হকারি করছেন, তাঁদের দোকানও রেলরক্ষী বাহিনী ভেঙে তুলে দিচ্ছে। প্রতিদিন নানা ভাবে হেনস্থা করছে হকারদের। হকারদের ‘জাতীয় বাংলা সমিতি’র সভাপতি সিদ্ধব্রত দাস বলেন, “গত ১৬ সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশনে ১০০ জনেরও বেশি হকারকে লাঠিপেটা করা হয়েছিল। ২৫ জনকে গ্রেফতার করে আটকে রাখা হয়েছে। গত কয়েক মাসে হকারদের প্রায় ৪৮ হাজার টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে আরপিএফ। পুজোর আগে হকারেরা পথে বসেছেন। ওই সামগ্রী ফেরত পাওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ধর্না-বিক্ষোভ চলবে।”

এ দিন প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলার পরে অবশেষে রেল এবং আরপিএফের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন হকার নেতৃত্ব। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যে সব জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, রেল আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করলে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই আশ্বাস পাওয়ার পরেই বিক্ষোভকারীরা ফিরে যান।

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
পি-৭৮, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩
ইস্যুকারী অফিসারের ই-মেল ঠিকানা: dirkol@iwai.gov.in

টেন্ডার নং : আইডব্লুএআই/কেওএল-১৫০এমএন/১৪/৮/২০২৩

আইডব্লুএআই কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অভিজ্ঞ, প্রখ্যাত মেরামতকারীদের নিকট হইতে অনলাইন ডাক/ টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে: “২০২৩-২৪ বর্ষের জন্য সিপি গঙ্গা-II, এফজে গঙ্গা-IX এবং এসএল ভিহঙ্গ নামীয় ০৩টি আইডব্লুএআই ভেসেলের ড্রাই ডক মেরামত-এর জন্য রি-টেন্ডার”। টেন্ডার ১৮.১০.২০২৩ বেলা ৩.০০টা হইতে ডাউনলোড করা যাইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন www.iwai.nic.in এবং www.eprocure.gov.in। আরও ব্যাখ্যা/ সংশোধনী/ সংযোজনী (যদি থাকে) কেবল সিপিপি পোর্টাল/ আইডব্লুএআই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে।
ডিরেক্টর

সাদার্ন রেলওয়ে

তিরুবনন্তপুরম ডিভিশন
তিরুবনন্তপুরম ডিভিশন সম্পর্কিত বাণিজ্যিক পরিসম্পদের জন্য ই-অকশন

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), সাদার্ন রেলওয়ে, তিরুবনন্তপুরম ডিভিশন কর্তৃক নিম্নোক্তগুলির জন্য ঠিকাচুক্তি প্রদানের নিমিত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে: (১) বিবিধ ট্রেনের বাইরে ভিনাইল র‍্যাপিং বিজ্ঞাপন, (২) বিবিধ ট্রেনে এসএলআর-এর লিজ প্রদান, (৩) স্টেশনে ভেহিকল পার্কিং, (৪) রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম সংস্থাপন ও চালনা, (৫) এসি ওয়েটিং হল, (৬) ক্লোকরুম, (৭) পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট – সাধারণ, আরওএমটি এবং বিওটি মডেল, (৮) অডিয়ো ভিজুয়াল ডিসপ্লে সিস্টেম, (৯) নন-ডিজিটাল বোর্ডের ডিসপ্লে এবং (১০) ই-অকশন মারফত স্টেশনে ভিডিয়ো ওয়ালের ডিসপ্লে, (১১) ডিভিশনব্যাপী বিবিধ স্টেশনে কেটারিং স্টলের ব্যবস্থা। নিম্নোক্ত ই-অকশন ক্যাটালগ অক্টোবর-২০২৩-এর বিভিন্ন দিনে খোলা হইবে।

ক্রঃ নং	ঠিকাচুক্তির ধরন	ক্যাটালগ নং
১	পার্সেল লিজ	ভিপিইউ-০৬-২০২৩, ভিপিইউ-০৭-২০২৩, এসএলআর-৩৩-২৩, এসএলআর-৩৪-২৩, এসএলআর৩৪-ভিপি-৮-২৩ এবং ভিপিইউ-৯-২০২৩
২	কেটারিং	কেটারিং-২-২০২৩ এবং কেটারিং-৩-২০২৩
৩	পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট	পিএইউ-বিওটি-আরওএমটি-২৫
৪	এসি ওয়েটিং রুম এবং ক্লোক রুম	পিএইউ-সিএল-এসি-২৬
৫	এটিএম	এটিএম-০৩-২০২৩
৬	পাবলিসিটি	এডিভি-ডিডিবি-ইএফএফ০২৪, এডিভি-এসিডিএস-এসটিএন-১, এডিভি-এসটিএন-ওএইচ-১, এডিভি-টিভিসি-ভিডব্লু-১ এবং এডিভি-টিভিসি-ভিডব্লু-২
৭	ভেহিকল পার্কিং	পার্কিং-২৩-২০২৩, পার্কিং-২৫-২০২৩, পার্কিং-২৬-২০২৩, পার্কিং-২৭-২০২৩, পার্কিং-২৮-২০২৩ এবং পার্কিং-২৯-২০২৩

ট্রেন, কম্পার্টমেন্ট, স্টেশনের বিবরণ, ঠিকাচুক্তির মেয়াদ এবং ই-অকশনের তারিখ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে দেখা যাইবে।

Follow us on : twitter.com/@GMSRailway

ফুটপাতের ক্লাস থেকেই স্বপ্নের আলোয় কাটছে আঁধার

দেবস্মিতা ভট্টাচার্য

পড়াশোনা করে কী হবে! সেই তো কোনও বাড়িতে বাসনই মাজতে হবে। বস্তির সকলেরই ওই এক কথা। বাবা-মায়েরও সায় ছিল না পড়াশোনায়।

ফুটপাতের উপরে ত্রিপল ঘেরা একচিলতে পরিসর সামলাতেই ব্যস্ত তাঁরা। তার মধ্যে মাঝে মাঝেই থানার ‘হুল্লা গাড়ি’ এসে সব ফেলে তছনছ করে দিয়ে যায়। সব সামলে ফের নতুন করে সাজাতে হয় সংসার। “এত ঝামেলার মধ্যে দুই মেয়েকে পড়াশোনা করানো কি সহজ!” বললেন ঝর্না প্রামাণিক। কিন্তু প্রিয়া, প্রিয়াঙ্কা প্রামাণিক, সোনিয়া ঘোষেরা নাছোড়বান্দা। ছাড়ার পাত্র নন তাদের দিদিমণি মিত্রবিন্দা ঘোষও। শর্ত শুধু একটাই। তিন জনের পড়াশোনার সব দায়িত্ব দিদিমণির।

২০১৯ থেকে শুরু হয়েছিল লড়াই। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে ঢোকার মুখেই ফুটপাতে মাদুর পেতে বসে চলত তিন জনের পড়াশোনা। ফুটপাত থেকে উৎখাত হলে বসতে হত প্রিয়ার বাবার ভ্যানে। ভরসা ল্যাম্পপোস্টের আলো। তিন জনই এর পরে ভর্তি হয় টালিগঞ্জের সরকারি স্কুলে। এ বছর প্রিয়ার মাধ্যমিক। নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে বাকি দু’জন। তাদের স্কুলের দিদিমণিদের সঙ্গে কথা বলা, পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা, তাদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা, চিকিৎসার দায়িত্ব এখন মিত্রবিন্দার সংস্থা ‘রামধনু’র। মিত্রবিন্দা বলেন, “আগের সন্ধ্যায় তিন জনকে পড়িয়ে গেলাম। পরদিন সকালে খাবার দিতে এসে দেখি, কোথাও কিছু নেই। পুলিশের তাড়া খেয়ে সবাই পালিয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম, এখানেই সব শেষ। কোথায় খুঁজব ওদের!”

■ পাঠশালা: সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাতে চলছে ‘রামধনু’র ক্লাস। *নিজস্ব চিত্র*

পাশে পেয়েছিলেন সোনিয়ার দিদিমা শ্রীমা মিশ্র ওরফে কালীকে। এলাকার একটি সুলভ শৌচালয়ে কাজ করেন তিনি। নাতনি সোনিয়াকে নিয়ে শৌচালয়ের ভিতরেই থাকেন। তিনিই খুঁজে আনেন দুই পড়ুয়াকে। সঙ্গে আরও কিছু এলাকার ফুটপাতে, সিগন্যালে ভিক্ষা করা খুদেদের। ফের সব কিছু নতুন করে শুরু হয়। শ্রীমা বলেন, “আমার নাতনির ভবিষ্যৎ যেন আমার মতো না হয়। এই ছেলেমেয়েগুলো কেন ভিক্ষা করবে? সুযোগ যখন পেয়েছে, ওরা অন্তত পড়াশোনাটা করুক।”

সলতে পাকানোর এই কাজে এক-এক করে জুটে গিয়েছেন আরও অনেকে। সপ্তাহে চার দিন করে বড়দের বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ক্লাস নেন কলেজছাত্রী স্নেহা ও নমিতা। পুলিশের তাড়া খেয়ে ক্যানিংয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন রূপা। প্রতি শনি ও রবিবার সেখান থেকে দুই মেয়ে দীপিকা ও বিপাশাকে নিয়ে আসেন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে অভিজিৎ, আভেরি, অন্তরীপাদের ক্লাসে। তিন থেকে তাই এখন সংখ্যাটা বেড়ে পঁচিশ হয়েছে। দিনে-দিনে খোলতাই হচ্ছে রামধনুর ছটা।